ভারত এবং সি টি বি টি

বিগত বছরগুলিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসরে যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে প্রবল কূটনৈতিক ঝড় উঠেছে সেটি হল Comprehensive Test Ban Treaty বা সংক্ষেপে CTBT। সি টি রি টি চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করার জন্য ভারতের ওপর ক্রমাগত মার্কিন চাপ এলেও ভারত তার কাছে নতি স্বীকার করেনি, ভারত তার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে। কারণ ভারত মনে করে চুক্তিটি বৈষম্যমূলক, একপেশে ও স্বার্থপ্রণোদিত। চুক্তিটি ভারতের মৌলিক জাতীয় স্বার্থকেই উপেক্ষা করেছে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, সি টি বি টি'র মাধ্যমে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত চাহিদাগুলি পূর্ণ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ভারত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করায় এ বিষয়ে জেনিভায় অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। চুক্তিটি স্বাক্ষরে ভারতকে বাধ্য করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিবিধ কূটনৈতিক অস্ত্র এমনকি হুমকি প্রদর্শন করেও সফল হয়নি। কারণ শুধু প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক এবং বিরোধী দলগুলিই নয়, ভারতীয় জনমত সর্বতোভাবে এই অসম চুক্তিটির বিপক্ষে গেছে। পশ্চিমি দেশগুলি যে ভারতকে চিরকাল এক স্বেচ্ছাচারী আমলাতান্ত্রিক, অদক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক ঘটনা ও রাজনৈতিক দোদুল্যমানতার দেশ হিসেবে দেখে এসেছে, সেই ভারতের এই দৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাব নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ।

ভারতের ঋজু ও অনমনীয় মনোভাবের প্রেক্ষাপটে মার্কিন সেক্রেটারী অফ স্টেট ওয়ারেন ক্রিস্টোফার কিছুটা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে মার্কিন কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কমিটির সামনে বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনোমতেই কোনো দেশকে পারমাণবিক শক্তির নিবারণ চুক্তির বিরোধিতা করতে দেবে না এবং ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশকে নিউইয়র্কে উপস্থিত করিয়ে সি টি বি টি-তে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করবে। বাস্তবিকই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ভারতের ভেটো সত্ত্বেও চুক্তিটিকে শেষপর্যন্ত সাধারণ সভায় পেশ করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দিয়েছে ১৫৮ সদস্য। চুক্তিটির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে ভারত, ভুটান, লিবিয়া। ভোটদানে বিরত থেকেছে সিরিয়া, মরিশাস, তানজানিয়া এবং কিউবা। ইরান চুক্তিটির বিপক্ষে ভোট দেবে বলে আশা করা গেলেও শেষপর্যন্ত চুক্তির সপক্ষেই ভোট দিয়েছে। মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো মন্তব্য করেছে যে, সি টি বি টি-তে স্বাক্ষর করার অর্থ হল পাঁচটি বৃহৎ শক্তির পারমাণবিক আধিপত্যকে স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু এই সমস্ত দেশগুলি সি টি বি টি-র

Scanned with CamScanner

সমালোচনা করলেও এবং ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও শেষপর্যন্ত এরা চুক্তির সপক্ষেই ভোট দিয়েছে। এদের যুক্তি হল "কোনো কিছু না পাওয়ার থেকে কিছু পাওয়া ভালো।" ইজরায়েল ও মিশর সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এই দুটি দেশ যে পরিমাণে মার্কিন ডলার পায় তাতে এদের পক্ষে চুক্তির সপক্ষে ভোট দেওয়াই স্বাভাবিক। পাকিস্তান চুক্তির খসড়াকে মেনে নিলেও ভারতের সিদ্ধান্তের পটভূমিকায় এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছে। পাকিস্তানের বিশিষ্ট পরমাণু বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদের খান এই প্রসঙ্গে বলেছেন সি টি বি টি স্বাক্ষরের পর যদি ভারতকে পরমাণু বিস্ফোরণের মোকাবিলা করতে হয়, তাহলে আমাদের আন্তর্জাতিক আইনি-ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। যাইহোক, সি টি বি টি-কে সাধারণ সভায় পাস করিয়ে পরমাণুশক্তিধর দেশগুলি বাস্তবে তাদের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডারের সমর্থনে আইনগত স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারত তার জাতীয় নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনা করেই সি টি বি টি-তে স্বাক্ষর করেনি। চুক্তিটির সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল এই যে, এটি শুধুমাত্র চিরাচরিত পারমাণবিক বিস্ফোরণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ভারত এই চুক্তিটিকে তাই Partial Test Ban Treaty আখ্যা দিয়েছে। Institute for Defence Studies and Analysis-এর পরিচালক জসজিৎ সিং মনে করেছেন যে, বাস্তবে চুক্তিটি হল Explosive Test Ban Treaty বা ETBT, তার বেশি কিছু নয়। কারণ চুক্তিটি non explosive testing অর্থাৎ অ-বিস্ফোরক পরীক্ষা নিরীক্ষাকে বন্ধ করতে কোনো প্রয়াস চালায়নি। ফলে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি (পঞ্চবৃহৎ) ভবিষ্যতে আরো উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্যান্য পদ্ধতিতে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারে। এই পদ্ধতিগুলি আলোচনা করতে গিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সলমন হায়দার বলেছেন যে, এই চুক্তিটির মধ্যে এমন অনেক ফাঁকফোঁকর আছে যার দ্বারা পরমাণু শক্তির পরীক্ষা নিরীক্ষার অনেক সুযোগ থাকছে, যেমন জলে পারমাণবিক বিস্ফোরণের সম্ভাবনা আছে। এছাড়াও চুক্তিটি লেসার কৃৎকৌশল প্রয়োগ করে, আণবিক অস্ত্রভাণ্ডারকে উন্নত করার পথ উন্মুক্ত রেখেছে। জেনিভার আলাপ আলোচনায় পরমাণুশক্তিধর দেশগুলি সি টি বি টি-র পরিধি বৃদ্ধি করে সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধের দাবিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যাত করেছে। সুতরাং সি টি বি টি-র মুখ্য প্রবক্তাগণ স্বাধীনভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নতিবিধানের জন্য উদ্যোগ নিতে পারবে তাদের উন্নত প্রযুক্তির জোরে। এই ধরনের পরীক্ষা চালাবার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চীন ও রাশিয়ার হাতে আছে। ফ্রান্সকে এই প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতা করবে বলে শোনা যাচ্ছে। এছাড়াও নতুন পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ ও তার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার

Scanned with CamScanner

জন্য ব্যবহৃত সুপার কম্পিউটারের জন্য ১৪ মিলিয়ন ডলার খরচের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন সরকার।

সি টি বি টি পরমাণু প্রযুক্তি হস্তান্তরের সম্ভাবনাকেও বিলুপ্ত করেনি। অতীতে চীন Non Proliferation Treaty-কে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে পাকিস্তানকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি হস্তান্তর করেছে। বস্তুত, পাকিস্তানের হাতে চীনের কাছ থেকে পাওয়া পঞ্চাশটির বেশি M11 ballistic missile এবং আফগানিস্তানের মাধ্যমে পাওয়া ছাত মিসাইল আছে। ভারত তার ওরুত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। চীন ও পাকিস্তানের দ্বারা পরিবৃত ভারতের পক্ষে সি টি বি টি-তে স্বাক্ষর করা তাই আত্মহত্যার সামিল। ভারতের তদানীন্তন পররাষ্ট্রসচিব সলমন হায়দার তাই যথার্থই বলেছিলেন যে, আমাদের জাতীয় প্রতিরক্ষার অঙ্গ হচ্ছে আমাদের পরমাণু নীতি। নির্দিষ্ট একটি সময়সীমার মধ্যে যদি অন্যান্য দেশগুলি তাদের পরমাণু-অস্ত্র বর্জনের পথ না অনুসরণ করে তাহলে পরমাণু অস্ত্র বন্ধ করার মতো সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি না।

পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে ভারতের নিজস্ব বক্তব্য হল এই যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংসের লক্ষ্যে এগিয়ে গেলেই পারমাণবিক বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হবে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে প্রধান আলোচনাকারী রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীমতি অরুন্ধতী ঘোষ এই চুক্তিটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন, "It perpetuated the existing global insecurity, born of a world, divided unequally into 'nuclear haves' and 'nuclear have-nots'."

তিনি আরো বলেছেন যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরমাণু অস্ত্র নির্মূলের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার জন্য পরমাণুশক্তিধর দেশগুলির প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত। এই ধরনের প্রতিশ্রুতি ছাড়া এই চুক্তিটি একটি অসম ও বৈষম্যমূলক চুক্তিতে পরিণত হবে। কারণ, এক্ষেত্রে পরমাণুশক্তিধর দেশগুলি অন্যান্য দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেই নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার স্বাধীন প্রয়াস চালাতে পারবে। ভারত তার বক্তব্যকে স্বাধীনভাবে বিশ্বসমাজের সামনে তুলে ধরলেও পূর্ণ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের ভারতীয় প্রস্তাবকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দিয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসের International Relations Committee-র পক্ষে ওয়ারেন ক্রিস্টোফার বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে পূর্ণ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের জন্য প্রস্তুত নয়। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব উইলিয়াম পেরির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন "আগামী ৫০ বছর ও তার পরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে পারমাণবিক শক্তির।" বস্তুত, ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর যুগেও 'নিউক্লিয়ার ডিটারেন্স' বা পারমাণবিক নিবারণী কৌশল মার্কিন সমর নীতির

Scanned with CamScanner

একটি অপরিহার্য উপাদান। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টনও সংকট মুহূর্তে "প্রথম আঘাত"-এর সম্ভাবনার কথা বলেছেন। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, ফ্রান্স ও চীন নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা চলাকালীন সময়ে যেভাবে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তাতে তাদের ভবিষ্যৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্ধত প্রকাশ ঘটেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। অরুন্ধতী ঘোষ যথার্থই বলেছিলেন, এই পরিবেশে যখন অন্যান্য দেশ তাদের পারমাণবিক অস্ত্র বাতিল করছে না, তখন ভারত তার নিজের সামর্থ্যের ওপর কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা মেনে নেবে না।

ভারতের পূর্ণ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি অবাস্তব ও অযৌক্তিক বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে আগামী দশ বছরের মধ্যে এটিকে বাস্তবায়িত করা একেবারে অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমগ্র বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যা যখন দাঁড়িয়েছিল ৫৭,০০০, তখন রুশ নেতা মিখাইল গর্বাচভ পরবর্তী ১০-১২ বছরে এগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের কথা বলেছিলেন। ঠান্ডাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ায় বছরে গড়ে ২০০০ অস্ত্র ধ্বংস করার ফলে মোট অস্ত্রের সংখ্যাও অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। প্রখ্যাত পরমাণু বিশেষজ্ঞ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক যোসেফ রোডব্লাড ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে, "আগামী এক দশকের মধ্যে পৃথিবীকে পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত করতে আমাদের প্রয়োজনীয় কৃৎকৌশলগত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।" কিন্তু বলাবাহুল্য যে, পরমাণুশক্তিধর দেশগুলি অর্থাৎ এককথায় "নিউক্লিয়ার ক্লাব" তাদের পরমাণু একাধিপত্য বজায় রাখার জন্য অনির্দিষ্টকাল তাদের পরমাণু অস্ত্রের সম্ভার সাজিয়ে রাখবে।

CTBT-র entry into force ধারাটিও যথেষ্ট বিতর্কিত। এই ধারা অনুসারে সি টি বি টি-র সফল রূপায়ণের জন্য ভারতের সমর্থন একান্তই প্রয়োজন। আগামী তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৪৪টি পরমাণু ক্ষমতা সম্পন্ন দেশের দ্বারা স্বাক্ষরিত হলেই চুক্তিটির পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এই অংশটিকে বাতিল করার জন্য বার বার অনুরোধ জানিয়েও ভরত সফল হয়নি। Nuclear Threshold Country বলতে বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান ও ইজরায়েলকেই মূলত বোঝানো হয়। ইজরায়েল এই চুক্তিতে স্বাক্ষরদান করেছে। কারণ, উন্নত মার্কিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পারমাণবিক পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার পথ তার সামনে উন্মুক্ত আছে। পাকিস্তানের স্বাক্ষরদানের প্রশ্নটি ভারতের নীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলেও, সি টি বি টি পাকিস্তানের পারমাণবিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না বলে বহু বিশ্লেষকই মনে করেছেন। তাঁরা নিশ্চিতভাবেই পাক-চীন প্রতিরক্ষা সহযোগিতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

Scanned with CamScanner

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য এবং উপমহাদেশীয় রাজনীতি বিশেষজ্ঞ স্টিফেন সোলার্জ এই ব্যাপারে একটি প্রস্তাব রেখেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারত ও পাকিস্তানকে 'নিউক্লিয়ার ক্লাব'-এর সদস্যের মর্যাদা দিয়ে সি টি বি টি-তে স্বাক্ষরদান করতে সম্মত করানো যেতে পারে। কিন্তু ক্লিন্টন প্রশাসন এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ভারত ও পাকিস্তান এই মর্যাদা পেলে ইজরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশও এই মর্যাদা দাবি করবে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, সি টি বি টি-তে স্বাক্ষরদানে অস্বীকার করে ভারত আন্তর্জাতিক সমাজে নিঃসঙ্গ হয়ে যায়নি বলে ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী শ্রী আই কে গুজরাল মন্তব্য করলেও, ভারতের সমর্থন আদায়ের জন্য ভবিষ্যতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রবল চাপ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যুক্তির উপরে ক্ষমতার আধিপত্যকে ভারত কতটা প্রতিরোধ করতে পারবে তার উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত আছে।

Scanned with CamScanner